ছেলেভুলানো ছড়া

সংকলয়িতা
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

প্রাপ্তিস্থান
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

শান্তিনিকেতন
পাঠভবন-পুস্তকপ্রকাশ-সমিতির পক্ষ হইতে
শ্রীক্ষিতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৫৬
পুনর্মুদ্রণ দোলপূর্ণিমা ১৩৫৮
পুনর্মুদ্রণ ৭ পৌষ ১৩৫৯

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

মূল্য এক টাকা

নিবেদন

আমাদের আশ্রমের শিশুদের উপলক্ষ্য ও সমগ্র বাঙালী শিশুদের লক্ষ্য করিয়া এই ছড়াগুলি সংকলিত হইল। ছেলেভুলানো ছড়ার সম্বন্ধে পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনোকোলে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন শকের কোন তারিখে কোনটা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

:··ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে কাহাকেও কোনো-কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না।

···এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতিক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর কোনো ছড়ায় হয়তো বা ইহার আর এক টুকরা থাকিতে পারে।

···অসংলগ্ন ছবি যেন পাখির ঝাঁকের মতো [ছড়াগুলিতে] উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দ্রুত গতিতে বালকের চিত্ত উপর্‌যুপরি নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

…ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ নূতনত্বে চিত্তে আরো অধিক করিয়া আঘাত করে।

…লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা -গুণেই জগদ্‌ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য -বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে — শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

—ছেলেভুলানো ছড়া। লোকসাহিত্য

পূজনীয় গুরুদেবের উল্লিখিত প্রবন্ধে সমালোচিত ছড়া-গুলি এবং আরো অনেকগুলি ছড়া এই পুস্তকে সমাহৃত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা দিয়া পুস্তকের সৌষ্ঠবসাধন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শিশুদিগের চিত্তে ও কণ্ঠে এই ছড়াগুলি স্থান লাভ করিলে আমাদের প্রযত্ন সার্থক হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে	১৮
আগা ডোম বাগা ডোম	৫৩
আজ দুর্গার অধিবাস	৪৫
আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল	৮
আতা গাছে তোতা পাখি	৯
আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়	৯
আমার কথাটি ফুরোল	৫৬
আয় আয় চাঁদা মামা	১৪
আয় ঘুম আয়	১
আয় রে আয় ছেলের পাল	১০
আয় রে আয় টিয়ে	২০
আয রে আয় ভালুকে তেঁতুল খায়	১৬
আয় রে পাখি ন্যাজঝোলা	৭
আয় বিষ্টি হেনে, কাক দেব মেনে	৩
আয় বিষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে	৩৫
আলতা নুড়ি গাছের গুঁড়ি	৪১
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা	৩৭
ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি	৫৪
উলু উলু মাদারের ফুল	২৩
এক পয়সার তৈল	৪
এক যে আছে একানোড়ে	৩২
এক যে রাজা সে খায় খাজা	২২

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ১৫
ওপারেতে কালো রঙ ২১
ওপারেতে জন্তি গাছটি ৪৯
ওপারেতে তিল গাছটি ২৮
কানকাটার মা বুড়ি ১১
খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি ২৬
খোকা এল বেড়িয়ে ১৩
খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল ৪
খোকা যাবে বেড়ু করতে ৫
খোকা যাবে মাছ ধরতে ৬
ঘুঘু সই পুত কই ৪২
চাক্কু লাটা পানের বাটা ৫৫
চাঁদ কোথা পাব বাছা ১২
ডালিম গাছে পিরভু নাচে ২৭
তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা ৮৭
তালগাছ কাটম বোসের বাটম ২৫
থেনা নাচন থেনা ৬
দাদা গো দাদা শহরে যাও ১৯
দাদাভাই চালভাজা খাই ৩
দিদি লো দিদি একটা কথা ৩৯
দোল দোল দুলুনি ১১
ধনকে নিয়ে বনকে যাব ২
নোটন নোটন পায়রাগুলি ৪৬

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ১৭
পুঁটু নাকি রে কেঁদেছে ৩৩
পুটু যাবে শ্বশুরবাড়ি ৩১
বকমামা বকমামা ২
বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর ৫
মশার জ্বালায় বাঁচিনে ২৪
মাসি পিসি বনগাঁবাসী ২৯
যমুনাবতী সরস্বতী ৪৪
সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে ৭
সুয্যিমামা সুয্যিমামা ৮
ষোলো কৈ ষোলুযে ৫১
হাটের ঘুম বাটের ঘুম ২
হাতের নাচন পায়ের নাচন ১৩
হেদে লো কলমিলতা ৩৪

এক

আয় ঘুম আয়
বাগদিপাড়া দিয়ে,
বাগদিদের ছেলে ঘুমোয়
জাল মুড়ি দিয়ে ॥

দুই

হাটের ঘুম বাটের ঘুম
পথে পথে ফেরে,
চার কড়া দিয়ে কিনলাম ঘুম,
মণির চোখে আয় রে ॥

তিন

ধনকে নিয়ে বনকে যাব,
সেখানে খাব কী,
নিরলে বসিয়া চাঁদের
মুখ নিরখি ॥

চার

বকমামা বকমামা
ফুল দিয়ে যা,
নারকল গাছে কড়ি আছে
গুনে নিয়ে যা ॥

পাঁচ

আয় বিষ্টি হেনে,
কাক দেব মেনে।
কাকটি ম'ল ধড়ফড়িয়ে,
বিষ্টি এল চড়বড়িয়ে॥

ছয়

দাদাভাই চালভাজা খাই,
ময়নামাছের মুড়ো,
হাজার টাকার বউ এনেছি
খাঁদা নাকের চুড়ো।
খাঁদা হোক বোঁচা হোক
সব সইতে পারি,
ঝাপটা-কাটা মুখ-নাড়াটা
ঐ জ্বালাতে মরি॥

সাত

খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ল
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।
ধান ফুরুল পান ফুরুল
খাজনার উপায় কী।
আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি॥

আট

এক পয়সার তৈল
কিসে খরচ হৈল ?
তোর দাড়ি মোর পায়,
আরো দিছি ছেলের গায়।
ছেলে মেয়ের বিয়ে গেছে,
সাত রাত গান হয়েছে,
কোন্ অভাগী ঘরে এল
বাকি তেলটা ঢেলে নিল॥

নয়

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হল
তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন,
এক কন্যে খান,
এক কন্যে না খেয়ে
বাপের বাড়ি যান॥

দশ

খোকা যাবে বেড়ু করতে
তেলি-মাগীদের পাড়া,
তেলি-মাগীরা মুখ করেছে
কেন রে মাখন-চোরা।
ভাঁড় ভেঙেছে ননি খেয়েছে,
আর কি দেখা পাব?
কদমতলায় দেখা পেলে,
বাঁশি কেড়ে নেব॥

এগারো

খোকা যাবে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা ব'লে পাখিটি
কোন্ বিলে চরে ?
খোকা ব'লে ডাক দিলে
উড়ে এসে পড়ে ॥

বারো

থেনা নাচন থেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা
বলদে খালো চিনা,
ছাগলে খালো ধান,
সোনার জাদুর জন্যে যেয়ে
নাচনা কিনে আন্ ॥

তেরো

আয় রে পাখি
ন্যাজঝোলা,
তোরে দেব
চাল ছোলা।
খাবি দাবি
কলকলাবি,
খোকাকে নিয়ে
খেলা করবি॥

চোদ্দ

সাঁঝের বাতি নড়েচড়ে,
খোকনকে যে খোঁড়ে
তার মুখটি পোড়ে।
আর
যে খোঁড়ে মনে মনে
পুড়ে মরুক সে
আঁধার কোণে॥

পনেরো

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল
শ্যামলা গেছে হাটে,
শ্যামলাদের দুটি মেয়ে
পথে বসে কাঁদে।
কেঁদ না কেঁদ না মেয়ে
ছোলাভাজা দেব,
আর যদি কাঁদ তবে
তুলে আছাড় দেব॥

ষোলো

সুয্যিমামা সুয্যিমামা
রোদ কর 'সে,
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে
বেগুন কোট 'সে।
বেগুন হল চাকা চাকা
বউ হল খাঁদা-নাকা,
বড় মরাইয়ে হাত দিয়ে
ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে
আয় সুয্যি ঝলমলিয়ে॥

সতেরো

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়
কলা-বাদুড়ের বে,
বাদুড় ঝুমকো নাড়া দে।
চামচিকেতে বাজনা বাজায়
খেংরাকাঠি দে' ॥

আঠারো

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিমগাছে মউ,
কথা কও না কেন বউ।
কথা কইব কী ছলে,
কথা কইতে গা জ্বলে ॥

উনিশ

আয় রে আয় ছেলের পাল
মাছ ধরতে যাই,
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে
দোলায় চেপে যাই,
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি
গুনতে গুনতে যাই।
বড় শাঁখাটি ছোট শাঁখাটি
ঝামুর ঝুমুর করে,
তিন কড়ার খয়ের কিনে
দুগ্‌গা হেন জ্বলে।
এ নদীর জলটুকু
টলমল করে,
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে
রক্ত ফুটে পড়ে॥

কুড়ি

কানকাটার মা বুড়ী
বেড়ায় গুড়ি গুড়ি,
এক হাতে নুনের ভাঁড়,
আর এক হাতে ছুরি।
যে ছেলেটা কাঁদে
তার নাকটি কেটে কানটি কেটে
দেয় গড়াগড়ি ॥

একুশ

দোল দোল দুলুনি,
রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে যখুনি,
নিঁয়ে যাবে তখুনি।
কেন কেঁদে মর
আপনি বুঝিয়া দেখ
কার ঘর কর ॥

বাইশ

চাঁদ কোথা পাব বাছা
জাদুমণি,
মাটির চাঁদ নয়
গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয়
পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ
কোথায় পাব,
তুই চাঁদের
শিরোমণি,
ঘুমো রে আমার
খোকামণি ॥

তেইশ

খোকা এল বেড়িয়ে
    দুধ দাও গো জুড়িয়ে।
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন খ্যাপ্ত।
খোকন যাবে নায়ে
    লাল জুতুয়া পায়ে॥

চব্বিশ

    হাতের নাচন
        পায়ের নাচন
বাটা মুখের নাচন,
    নাটা চক্ষের নাচন,
        কাঁটালি ভুরুর নাচন,
বাঁশির নাকের নাচন,
    মাজা বেঙ্কুর নাচন,
        আর নাচন কী।
অনেক সাধন করে জাদু পেয়েছি॥

পঁচিশ

আয় আয় চাঁদামামা
টী দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ
টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
সোনার থালে ভাত দেব,
রাজার মেয়ে বিয়ে দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ
টী দিয়ে যা॥

ছাব্বিশ

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর,
তার মধ্যে বসে আছে
শিব সদাগর।
শিব গেল শ্বশুরবাড়ি,
বসতে দিল পিঁড়ে,
জলপান করতে দিল
শালিধানের চিঁড়ে।
শালিধানের চিঁড়ে নয় রে
বিন্নিধানের খই,
মোটা মোটা সব্‌রি কলা
কাগমারির দই॥

সাতাশ

আয় রে আয়
ভালুকে তেঁতুল খায়,
শেওড়াগাছে ছয় বুড়ি
গড়াগড়ি যায়।
শিল নোড়াতে লাগল কোঁদল
সরষে মড়মড় করে,
চালকুমড়ো সাক্ষী ক'রে
পুঁই কেঁদে মরে।
কেন পুঁই কাঁদ তুমি
ধুলায় গড়িয়ে।
আমার খোকন ভাত খাবে
মাছভাজা দিয়ে॥

আটাশ

পানকৌড়ি পানকৌড়ি,
ডাঙায় ওঠ 'সে,
তোমার শাশুড়ী বলে গিয়েছে
বেগুন কোট 'সে।
ও বেগুনটা কুটো না
বীজ রেখেছে,
ও দুয়োরে যেয়ো না
বঁধু এসেছে,
বঁধুর পান খেয়ো না
ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল
ফুটে উঠেছে॥

উনত্রিশ

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
সুয্যি গেল পাটে,
খুকু গেছে জল আনতে
পদ্মদিঘির ঘাটে।
পদ্মদিঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল,
হেঁটোর নিচে দুলছে খুকুর
গোছাভরা চুল।
বিষ্টি এলে ভিজবে সোনা
চুল শুখানো ভার,
জল আনতে খুকুমণি
যায় না যেন আর॥

ত্রিশ

দাদা গো দাদা
শহরে যাও
তিন টাকা করে
মাইনে পাও।
দাদার গলায়
তুলসীমালা
বউ বরনে
চন্দ্রকলা।
হেই দাদা তোর
পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও
খেলা করি॥

একত্রিশ

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে,
না নিয়ে গেল
বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে
ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড়
ফিরে চা,
খোকার নাচন
দেখে যা॥

বত্রিশ

ওপারেতে কালো রঙ,
বিষ্টি পড়ে ঝমঝম।
এপারেতে লঙ্কাগাছটি
রাঙা টুকটুক করে,
গুণবতী ভাই আমার
মন কেমন করে।
এ মাসটা থাক দিদি
কেঁদে ককিয়ে,
ও মাসেতে নিয়ে যাব
পালকি সাজিয়ে।
হাড় হল ভাজা ভাজা
মাস হল দড়ি,
আয় রে আয় নদীর জলে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥

তেত্রিশ

এক যে রাজা
সে খায় খাজা,
তার যে রানী
সে খায় ফেনি,
তার যে বেটা
সে খায় পাঁঠা,
তার যে বউ
সে খায় মউ,
তার যে ঝি
সে খায় ঘি,
তার যে চাকর
সে খায় পাঁপর,
আর দেয় ঘুম।
তালগাছ পড়ে দুম॥

চৌত্রিশ

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আসছে কত দূর ?
বর আসছে বামুনপাড়া
বড় বউ গো রান্না চড়া।
ছোট বউ গো জলকে যাও।
জলের ভেতর নেকাজোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা।
ফুলের বরন কড়ি,
নটে শাকের বড়ি ॥

পঁয়ত্রিশ

মশার জ্বালায় বাঁচিনে
মশা ভনভন করে,
মশার জ্বালায় গেলাম বনে
বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে
কুমির এল ছুটে,
কুমিরের ভয়ে গেলাম বাড়ি
দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে
ননদে মন্দ বলে,
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম
শাশুড়ী ওঠে জ্বলে।
রাগ ক'রো না শাশুড়ী গো
আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও বল
দাঁড়াই কোথা যেয়ে॥

ছত্রিশ

তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্
গৌরী হেন ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর
আমি করব কী।
টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম
কানে মদনকড়ি,
বিয়ের বেলা দেখে এলাম
বুড়ো চাপদাড়ি।
চোখ খাও গো মা বাপ
চোখ খাও গো খুড়ো,
এমন বরকে বিয়ে দিলে
তামাক-খেগো বুড়ো।
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে
বুড়ো মরে কেশে,
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো
মরে রয়েছে,
ফেন গালবার সময় বুড়ো
নেচে উঠেছে॥

সাইত্রিশ

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি
খেয়ে যাবে কী,
ঘরে আছে গমের ময়দা
শিকেয় আছে ঘি,
একটুখানি দাঁড়াও খোকন
জিলিপি ভেজে দি।
খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ি
খেয়ে যাবে কী,
ঘরে আছে তপ্ত মুড়ি,
মেনা গাইএর ঘি॥

আটত্রিশ

ডালিমগাছে পিরভু নাচে
তাক ডুমাডুম বাদ্দি বাজে।
আই মা চিনতে পার ?
গোটা দুই অন্ন বাড়।
অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাব গো পরের ঘর।
পরের বেটা মারল চড়,
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিল বুড়ো বর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে পড়ি,
থুয়ে আয় গা মায়ের বাড়ি।
মায়ে দিল সরু শাঁখা
বাপেঁ দিল শাড়ি,
ভায়ে দিল হুড়কো ঠেঙা,
চল্ শ্বশুরের বাড়ি॥

উনচল্লিশ

ওপারেতে তিল গাছটি
তিল ঝুরঝুর করে,
তারি তলায় মা আমার
লক্ষ্মীপিদিম জ্বালে।
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকোচ্ছেন,
বাপ আমার বুড়ো শিব
নৌকো সাজাচ্ছেন,
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর
ঘড়া ডুবাচ্ছেন।
ঐ আসছে পেখ্‌না বিবি
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক,
ও দাদা, দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌॥

চল্লিশ

মাসি পিসি বনগাঁবাসী
বনের ভেতর ঘর,
কখনো মাসি বলে না তো
খইমোয়াটা ধর্।
কিসের মাসি কিসের পিসি,
কিসের বৃন্দাবন,
এতদিনে জানিলাম
মা বড় ধন।
মাকে দিলাম সরু শাঁখা,
বাপকে নীলে ঘোড়া।
আপনি যাব গৌড়,
আনব সোনার মৌর,
দেব ভায়ের বিয়ে
ফুল চন্নন দিয়ে।
কলসিতে যে তেল নাইকো
নাচব থিয়ে থিয়ে।

এক দিকে রে বেগুনভাজা
এক দিকে রে ঝোল,
নাচ তো কলাবউ
বাজিছে ঢোল ॥

একচল্লিশ

পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে,
বাড়িতে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব
ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
চার মিনসে কাহার দেব
পালকি বহাতে,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব
পথে জল খেতে,
চার মাগী দাসী দেব
পায়ে তেল দিতে,
ঝাড় লণ্ঠন জ্বেলে দেব
আলোয় আলোয় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দেব
শাশুড়ী ভুলাতে।
শাশুড়া ননদ বলবে দেখে
বউ হয়েছে কালো,
শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে
ঘর করেছে আলো॥

বিয়াল্লিশ

এক যে আছে একানোড়ে,
সে থাকে তালগাছে চ'ড়ে।
দাঁত দুটো তার মুলোর মতো,
পিঠখানা তার কুলোর মতো।
কান দুটো তার নোটা নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।
কোমরে বিচুলির দড়ি,
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।
যে ছেলেটা কাঁদে,
তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে,
গাছের ওপর চড়ে,
আর তুলে আছাড় মারে॥

তেতাল্লিশ

পুঁটু নাকি রে কেঁদেছে,
ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
পুঁটু যদি রে কাঁদে
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁধে।
পুঁটু যদি রে হাসে
আমি থাকব পাশে পাশে।
কাল যাব গো গঞ্জের হাট
কিনে আনব শুকনো কাঠ।
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত,
আমি কাটব আঙট পাত॥

চুয়াল্লিশ

হেদে লো কল্‌মিলতা,
এতদিন ছিলি কোথা।
এতদিন ছিলাম বনে
যে বনে বাগদি ম'ল,
আমারে যেতে হল,
চিঁড়ে দই খেতে হল।
তুমি নাও বংশী হাতে
আমি নিই কলসি কাঁখে,
চল যাই রাজপথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে
ছেলেটি তুড়ুক নাচে॥

পঁয়তাল্লিশ

আয় বিষ্টি হেনে,
ছাগল দেব মেনে।
ছাগলীর মা বুড়ী
কাঠ কুড়ুতে গেলি,
ছ-খান কাপড় পেলি,
ছ-বউকে দিলি।
আপনি মলি জাড়ে
কলাগাছের আড়ে,
কলা পড়ে টুপটাপ
বুড়ী খায় গুপগাপ।
আয় রে বুড়ী কামারবাড়ি,
তোকে দেব হাতাবেড়ি।
আয় রে বুড়ী কুমোরবাড়ি,
তোরে দেব হাঁড়িকুঁড়ি।
আয় রে বুড়ী ঢাকা,
তোরে দেব টাকা,
আয় রে বুড়ী কলকাতা,
তোরে দেব ছেঁড়া কাঁথা।

আর রে বুড়ী বর্ধমান,
তোকে দেব জলপান।
বর্ধমানের রাঙামাটি,
বুড়ীকে ধরে কচ করে কাটি ॥

ছেচল্লিশ

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা
বলি পড়ে পাঁঠা।
কার্তিকে কালিকা পূজা,
ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অঘ্রানেতে নবান্ন
নোতুন ধান কেটে।
পৌষ মাসে পিঠেপার্বণ
ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী,
ছেলের হাতে খড়ি।
ফাগুন মাসে দোলযাত্রা,
ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্রি মাসে চড়কপূজা,
গাজনে বাঁধে ভারা।
বোশেখ মাসে তুলসীগাছে
দেয় বসুধারা।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাটা,
জামাই আসে বাড়ি।
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা
লোকের হুড়োহুড়ি।
শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা—
ঘি আর মুড়ি।
ভাদ্র মাসে পান্তা ভাত
খান মনসা বুড়ী॥

সাতচল্লিশ

দিদি লো দিদি
একটা কথা।
কী কথা,
ব্যাঙের মাথা।
কী ব্যাঙ,
সরু ব্যাঙ।
কী সরু,
বামুন গোরু।
কী বামুন,
ভাট বামুন।
কী ভাট,
গুয়াকাঠ।
কী গুঁয়া,
চিকি গুয়া।
কী চিকি,
সোনার চিকি।

কী সোনা,
ছাই খা না।
তার অর্ধেক
ভাগ নে না।
ভাগ নিয়ে
করব কী,
তোর ভাগ
তোরে দি ॥

আটচল্লিশ

আলতা নুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে,
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে,
এখন কেন কাঁদছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।
আগে কাঁদেন মা বাপ, পিছে কাঁদে পর,
পাড়াপড়শি নিয়ে গেল শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের ঘরখানি বেতের ছাউনি,
তাতে বসে পান খান দুগ্‌গা ভবানী।
হেঁই দুগ্‌গা, হেঁই দুগ্‌গা, তোমার মেয়ের বিয়ে,
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা রূপের ডালা কোন্ সোহাগীর মউ,
হীরেদাদার মড়মড়ে থান ঠাকুরদাদার বউ।
এক বাটিতে খাসা দই, এক বাটিতে চিঁড়ে,
দিব্বি ক'রে ভোজন কর গোক্ষুনাথের কিরে॥

উনপঞ্চাশ

ঘুঘু সই,
পুত কই।
কী ছেলে,
বেটা ছেলে।
কোথায় গেছে,
মাছ ধরতে।
কী মাছ,
সরল পুঁটি।
মাছ কই,
চিলে নিয়েছে।
চিল কই,
ডালে বসেছে।
ডাল কই,
ছুতোরে কেটেছে।
ছুতোর কই,
নৌকো গড়াচ্ছে।
নৌকো কই,
জলে ডুবেছে।

জল কই,
কাদা হয়ে গেছে।
কাদা কই,
বালি হয়ে গেছে।
বালি কই,
লোকে খই ভেজে খেয়েছে॥

পঞ্চাশ

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।
কাজি ফুল কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা,
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম, সীতারামের খেলা।
নাচ তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে,
আলো চাল খেতে দেব টাপাল ভরিয়ে।
আলো চাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণীর ঘাট।
ত্রিপূর্ণীর ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে,
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে,
ওড়ফুল কুড়ুতে হয়ে গেল বেলা,
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্কুর বেলা॥

আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে।
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে,
সেই যে মা দুধ দিয়েছেন গলা ভিজায়ে।
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে,
সেই যে বাপ টাকা দেছেন সিন্দুক সাজায়ে।
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে,
সেই যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে।
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে,
সেই যে পিসি পায়েস দেছেন বাটি সাজায়ে।
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন চোখে হাত দিয়ে,
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে।
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে,
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাগী বলে॥

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দুই পারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে,
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে,
রুনুঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে,
কে দেখেছে কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা কাল দাদার বে,
দাদা যাবেন কোন্ খান দে', বকুলতলা দে'।
বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা,
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতানাথের খেলা।
সীতানাথ বলে রে ভাই চালকড়াই খাব,
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিকচিক করে,
সোনা মুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছাঁ,
খায় দায় গান গায় তাইরে নারে না।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল,
আঁকড়া বাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছাঁ মারিল।
একটা ছিল কোলাব্যাঙ বড়ই সেয়ানা
লেখন পাঠায়ে দিল পরগনা পরগনা।
আজিডাঙা কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি
সেখান থেকে এল ব্যাঙ চোদ্দ হাজার ঢালি।
হুগলির শহরে ভাই ব্যাঙের অভাব নাই,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ সনাতন সেপাই।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণিরহাটে
একটা ছিল সোনাব্যাঙ আগুলিল বাটে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি উঠল গিয়ে ডালে,
একটা ছিল গেছো ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতি নামল গিয়ে ভুঁয়ে,
এক ছিল কটকটে ব্যাঙ মারল লাথি মুয়ে।

ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি,
চোদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের 'পরে চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাঁইফাঁই,
না মার না মার মোরে তাঁতিরে গোঁসাই॥

ওপারেতে জন্তি গাছটি, জন্তি বড় ফলে,
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আইঢাই, গলা করে কাঠ,
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ।
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান,
পান কিনলাম চুন কিনলাম ননদ ভাজে খেলাম,
একটি পান হারিয়ে গেল দাদাকে বলে দিলাম।
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নেইকো ঘরে,
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি, সুবল আছে ঘরে।
আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে,
সুবলকে নিয়ে যাব দিগ্‌নগর দিয়ে।
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে,
চিকন চিকন চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে।
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে,
গলায় তাদের তক্তি মালা রক্ত ছুটেছে।
পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।

একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
অশথ পাতা ধনে, গৌরী বেটী কনে,
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম্ কুড়কুড় বাদ্দি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর॥

ষোলো কৈ ষোলুয়ে
দুটো গেল তার পালিয়ে।
তবুও তো থাকে চোদ্দ,
দুটো নিয়েছে বেড়াল বৈদ্য।
তবুও তো থাকে বারো,
হারিয়ে গেল দুটো আরো।
তবুও তো থাকে দশ,
দুটো দিয়ে কিনেছি রস।
তবুও তো থাকে আট,
দুটো দিয়ে কিনেছি কাঠ।
তবুও তো থাকে ছয়,
ঘরে আছে মেনি বিড়াল,
তার জন্যে দুটো রয়।
তবুও তো থাকে চার,
জলে গেল দুটো তার।
তবুও তো থাকে দুই,
ঘরে আছে রোগা ছেলে,
তার জন্যে একটা থুই।

তবুও তো থাকে এক,
চক্ষু খেয়ে পাতের দিকে
চেয়ে দেখ্।
আমি যাই
ভালোমানুষের ঝি,
তাই একে একে
হিসাব দি।
তুই যদি হোস
ভালোমানুষের পো,
তবে কাঁটাখান খেয়ে
মাছখান আমার জন্যে থো॥

ছাপ্পান্ন

আগা ডোম বাগা ডোম
ঘোড়ায় ডোম সাজে,
ডান মিরগেল ঘাগর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি,
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি,
কমলাপুলির টিয়েটা,
সুয্যিমামার বিয়েটা।
হাড় মড়মড় কেলে জিরে
রসুন কুসুম পানের বিড়ে,
আয় লবঙ্গ হাটে যাই
ঝালের নাড়ু কিনে খাই।
ঝালের নাড়ু বড় বিষ,
ফুল ফুটেছে ধানের শিষ॥

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চামের কৌটো মজুমদার
ধেয়ে এল দামোদর।
দামোদরের ছুতোরের পো
শিমুলগাছে বেঁধে থো।
শিমুল করে কড়মড়
দাদাঠাকুরের জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
গোয়ালে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা
ভাত খাও 'সে বোনাই শালা।
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হল ভোঁতা
খা ছুতোরের মাথা॥

আটান্ন

চাক্কু লাটা পানের বাটা,
চাক্কু দুই তুলে থুই,
চাক্কু তিন ঘোড়ার ডিম,
চাক্কু চার পগার পার,
চাক্কু পাঁচ ধিন্‌তা নাচ,
চাক্কু ছয় খুকুর জয়,
চাক্কু সাত কুপোকাৎ,
চাক্কু আট গড়ের মাঠ,
চাক্কু নয় বাঘের ভয়,
চাক্কু দশ খেজুর রস,
চাক্কু এগারো ফস্কা গেরো,
চাক্কু বারো কিস্তি মার ॥

আমার কথাটি ফুরোল,
নটে গাছটি মুড়োল।
কেন রে নটে মুড়ুলি,
গোরুতে কেন খায়।
কেন রে গোরু খাস,
রাখাল কেন চরায় না।
কেন রে রাখাল চরাস নে,
বউ কেন ভাত দেয় না।
কেন রে বউ ভাত দিস নে,
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না।
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস নে,
জল কেন হয় না।
কেন রে জল হোস নে,
ব্যাঙ কেন ডাকে না।
কেন রে ব্যাঙ ডাকিস নে,
সাপে কেন খায়।
কেন রে সাপ খাস,
খাবার ধন খাব—
গুড়গুড়োতে যাব॥